দৈনিক বাংলা

017

তারিখ ... ... 11/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

ক্রেতাদের বেশীর ভাগ তরুণ তরুণী

একুশের মেলায় এবার অনেক বেশী বই বিক্রি

।। হাসান হাফিজ ।।

বাংলা একাডেমীতে ২২ দিনব্যাপী একুশের বইমেলা গত রাতে শেষ হয়েছে। এবারের মেলায় বিক্রি হওয়া বইয়ের পরিমাণ গতবারের মেলার চেয়ে অনেক বেশি। রাজনৈতিক বই, উপন্যাস সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। ক্রেতাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ-তরুণী।

গত বছর বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় এবারের মেলায় কোন বিদেশী বই বিক্রি করা হয়নি। প্রকাশকরা বলেছেন, মেলা প্রাঙ্গণে ধুলো-বালি, একুশের পরের সাত দিন কোন অনুষ্ঠানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আরো বই বিক্রির সুযোগ নষ্ট করেছে। পুরো মেলায় বাংলা একা-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

অনেক বেশী বই বিক্রি

(১-এর পৃঃ পর)

ডেমী মাইকে প্রচার ও বইয়ের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে নিজেদের প্রাধান্য দিয়েছে বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন।

বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি যৌথভাবে বই মেলার আয়োজন করেছিল। মোট ৫৫টি প্রকাশনী ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবারের মেলায় অংশ নেয়।

বাংলা একাডেমীর শামসুজ্জামান খান জানান, ফেব্রুয়ারী মাসে একাডেমী মোট তিন লাখ টাকার বই বিক্রি করেছে। একুশের ক্যাসেট 'মোদের গরব মোদের আশা' বের করা হয়েছিল পাঁচশটি। সব কটি ক্যাসেট বিক্রির পরও চাহিদা রয়ে গেছে। 'একুশ আমাদের পরিচয়' নামে কাইয়ুম চৌধুরী চিত্রিত খাতা ও রাইটিং প্যাড সাড়ে চারশটির সবগুলি বিক্রি হয়ে গেছে। একুশের পোস্টারটি তেমন চলেনি।

নসাস (নওরোজ সাহিত্য সংসদ)এর ইফতেখার রসুল জর্জ জানান, এবার তারা ৪৯ হাজার টাকার বই বিক্রি করেছেন। গতবার বিক্রি হয়েছিল ৪২ হাজার টাকার বই। জর্জ বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারীর পরও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। একাডেমী টিভি, সংবাদপত্রে মেলার বিজ্ঞাপন দিতে পারত। স্টলে ইট বিছিয়ে দেয়া হয়নি। বিছানো ইটের ভাড়া নেয়া হয়েছে। আলোর ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। মাইকে বই সংক্রান্ত প্রচার ছিল নিম্নমানের এবং একতরফা।

থিয়েটারের রামেন্দু মজুমদার জানান, তারা শব্দ নাটকের বই-ই বিক্রি করেছেন ২০ হাজার টাকার। পাঁচটি নাটকের ক্যাসেট বিক্রি হয়েছে তিনশ। তারা পাপিয়া সারোয়ারের ক্যাসেট বিক্রি করেছেন তিনশটি। রামেন্দু বলেন, ধুলোবালি ছিল একটি অন্যতম সমস্যা। সারা মাসই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং প্রচার থাকা উচিত। সব সময়ই বই মেলায় বাংলা একাডেমী নিজেদের বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এটা ঠিক নয়। তবে এবারের মেলায় সামগিকে ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভাবে ভালো ছিল।

নতুন প্রকাশনী অনিন্দ্য প্রকাশনের নাজমুল হক জানান, তারা ৩৫ হাজার টাকার বই বিক্রি করেছেন। তরুণরাই বেশি বই কিনেছেন। মাইকে বইয়ের প্রচারে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। এটা বাঞ্ছিত ছিল না।

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর রঞ্জন কর্মকার তাদের স্টলে লাখ খানেক টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানান। তার মতে পাঠকরা তাত্ত্বিক বইয়ের চেয়ে তথ্যমূলক বই কিনতে বেশি আগ্রহী। তাদের স্টলে রাজনৈতিক বই-ই বেশি চলেছে। পাপিয়া সারোয়ারের রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেট বিক্রি হয়েছে দেড়শ'টি।

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) শাহ কামাল জানান, এবার ক্রেতা এবং বইয়ের সংখ্যা দুই-ই বেড়েছে। ধুলোবালি, অপর্যাপ্ত আলো, শেষ সাতদিন কোন অনুষ্ঠান থাকায় জনসমাগম কম— এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি জানান, বেশির ভাগ ক্রেতারই বয়স ২৫ থেকে ৩৫-এর কোঠায়। ইউপিএল ৫৫ হাজার টাকার বই বিক্রি করেছে এবারের বই মেলায়। একজন বিশিষ্ট লেখকের অভিমত, বই মেলার শেষে বাংলা একাডেমীর উচিত ছিল একটি সমাপনী উৎসবের আয়োজন করা।